“রাছূলগণের প্রতি বিশ্বাস” বলতে কি বুঝায়?

রাছূলগণের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করার অর্থ হলো:- ব্যাপক ও বিশদভাবে এই ঈমান পোষণ করা যে, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তাঁর বান্দাহ্দের প্রতি তাদের মধ্য হতে বহু সংখ্যক নাবী পাঠিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.[১]

অর্থাৎ- আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে রাছূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ‘ইবাদাত করো এবং ত্বাগুতকে বর্জন করো।[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

رسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.[৩]

অর্থাৎ- সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে রাছূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাছূলগণের পরে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন যৌক্তিক অভিযোগ না থাকে।[৪]

যে ব্যক্তি নাবী-রাছূলগণের (عليهم السلام) আহবানে সাড়া দিয়েছে সে-ই হয়েছে সৌভাগ্যবান, আর যে তাদের বিরোধিতা করেছে সে-ই হয়েছে হতভাগা-দুর্ভাগা।

নাবী-রাছূলগণের (عليهم السلام) মধ্যে কয়েকজনের নাম জানা গেছে এবং অনেকেরই নামই জানা যায়নি। যাদের নাম ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ উল্লেখ করেছেন, কিংবা যাদের নাম রাছূল ﷺ বর্ণনা করেছেন, তাদের প্রতি বিশদ ও সুনির্দিষ্টভাবে ঈমান পোষণ করতে হবে। যেমন- নূহ, হুদ, সালিহ্, ইবরাহীম, ইছমা‘ঈল, ইয়া‘ক্বোব, ইউছুফ ও অন্যান্য নাবী-রাছূলগণ عليهم السلام। আর যে সকল নাবীগণের عليهم السلام নাম ক্বোরআনে কারীমে কিংবা হাদীছে রাছূলে (ﷺ) উল্লেখ করা হয়নি, তাদের সকলের প্রতি সাধারণভাবে সংক্ষেপে এই ঈমান পোষণ করতে হবে যে, তারা সকলেই মানবজাতির হিদায়াতের জন্যে আল্লাহ্র প্রেরিত বান্দাহ, নাবী ও রাছূল ছিলেন।

---

১. سورة النحل- ٣٦

২. ছূরা আন্নাহ্ল- ৩৬

৩. سورة النساء- ١٦٥

৪. ছূরা আন্নিছা- ১৬৫

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

এছাড়া দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাসও পোষণ করতে হবে যে, রাছূলগণের (عليهم السلام) মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ হলেন আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ।

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ.[৫]

অর্থাৎ- মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাছূল এবং শেষ নাবী।[৬]

তিনি (মুহাম্মাদ ﷺ) হলেন- ‘আব্দুল্লাহ্ ইবনু ‘আব্দিল মুত্তালিবের পুত্র। ‘আব্দুল মুত্তালিবের পিতা হাশিম ছিলেন ক্বোরাইশ বংশজ। আর ক্বোরাইশ হলো ‘আরাবের এক বিশিষ্ট গোত্র এবং ‘আরাবগণ হলেন ইবরাহীম খালীলুল্লাহ্‌র (عليه السلام) পুত্র ইছমা‘ঈল عليه السلام এর বংশধর। আল্লাহ ﷻ তাঁর ও আমাদের নাবীর উপর সালাত ও ছালাম বর্ষণ করুন।

মুহাম্মাদ ﷺ মাক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তাঁকে তেষট্টি (৬৩) বৎসর জীবন দান করেন। তন্মধ্যে প্রথম চল্লিশ (৪০) বছর নাবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে এবং তেইশ (২৩) বছর নাবী হিসাবে অতিবাহিত করেন।

আল্লাহ سبحانه وتعالى তাদের সকলের প্রতি, তাদের পরিবারবর্গ ও সত্যিকার অনুসারীদের প্রতি রাহ্‌মাত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

সূত্র:- শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয ইবনু ‘আব্দিল্লাহ ইবনু বায রচিত “আল ‘আক্বীদাতুস্ সাহীহাহ ওয়ামা ইয়ুযা-দ্দোহা”।

---

৫. سورة الأحزاب- ٤٠

৬. ছূরা আল আহ্‌যাব- ৪০

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.